১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ
শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর
৮৪তম জন্মোৎসব

১৪ই জানুয়ারী, ১৯৮৩ (মকর সংক্রান্তি)
কলের্গতাব্দা ৫০৮৪

[১৯৮৩ সনের ১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তির (উত্তরায়ন সংক্রান্তি) দিন (শক্তিবাদ প্রবর্তক) স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী (শক্তিবাদ স্বামীজী) ৮৪ বৎসর বয়সে প্রবেশ করিতেছেন।

এই জন্মোৎসবের দিনে শক্তিবাদ মঠে শক্তিপূজা, চণ্ডীপাঠ, নবগ্রহ পূজা, আনন্দমঠ গুরুধারায় আদিগুরু শিব শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া শক্তিবাদ স্বামীজী পর্য্যন্ত স্মরণ ও পূজন, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের পূজা সহ নাগেশ্বর শিবের পূজা, শীতলা পূজা, মনসা দেবীর পূজা, মক্কার মন্দির হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত (২১।১১।৭৯) মক্কানাথ মহাদেবের পূজা, শক্তিবাদ মঠস্থিত বিভিন্ন মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানে যবন যজ্ঞ, শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ এবং অসুরবাদের বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ভারতীয় ও বৈদিক পঞ্চায়েত তত্ত্বের আলোচনা সহ বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। যবনযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর শক্তি মন্দির, নবগ্রহ মন্দির, নাগেশ্বর শিব মন্দির, শীতলা ও মনসা মন্দির, মুক্তিপ্রাপ্ত মক্কানাথ শিব মন্দির ও গুরু মন্দিরের পরিক্রমা অনুষ্ঠান কালে একজন কুমারী কন্যাকে নেতৃত্বে বরণ করা হয়। এই বৎসরের (নয় বার পরিক্রমাতে) আমেরিকান কুমারী কন্যা ভবানীর নেতৃত্ব গ্রহণ করা হইবে। কুমারীর মাতা নিবেদিতা (Norma Bee) পিতা তাপস (John Bee) ভবানীর ছোট ভাই সত্যম্‌ও ভবানীর সঙ্গে পরিক্রমায় থাকিবে। ভবানীর জন্মদিন, উত্তরায়নে স্বামীজীর জন্মের দুইদিন পরে হইয়াছিল। ভবানীর ভাই সত্যম্‌ এর জন্মদিন ১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তি। এই বালকের জন্মসময়, স্বামীজীর জন্মসময়ের ১১ মিনিট পর হইয়াছিল। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারীতে ভবানীর ৫ বৎসর বয়স হইবে।]

আমরা ভারতীয় এবং পশ্চিম গোলার্ধের শক্তিবাদীরা, উত্তরায়ন সংক্রান্তির জন্মদিনকে শুভ ও দৈব জন্মদিন বলিয়া মানিয়া থাকি। সাগর সঙ্গমে মহর্ষি কপিলের এই জন্মদিনে পৃথিবীর লোকেরা অত্যন্ত পুণ্যদিন বলিয়া মনে করে এবং সাগর সঙ্গমে স্নানের জন্য সমবেত হয়। যাহারা সাগর সঙ্গমের এই পুণ্য দিনকে শ্রেষ্ঠ শুভদিন বলিয়া মনে করে তাহাদিগকে আমরা শক্তিবাদ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া সম্মান করি। উত্তরায়নের এই দিনে পৃথিবী ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। মহা দুর্দ্দশায় পীড়িত বর্তমান ভারতের শাসক মণ্ডলীর শক্তিবাদ বিরুদ্ধ নীতির অনুসরণের কথা ভাবিয়া আমরা ব্যথিত ও স্তম্ভিত। আমাদের মত যাহারা ব্যথিত জনতা তাহাদিগকে আমরা শক্তিবাদের এই শুভদিনের কথা স্মরণ করিতে বলি ও শক্তির উৎসবে সমবেত হইতে বলি। এই দিনেই সমুদ্র মন্থনে অমৃত কুম্ভের প্রাপ্তি হইয়াছিল। আদিগুরু শিব এই দিনেই সমুদ্র হইতে উত্থিত হলাহল পান করিয়া দেব সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও ভারতবর্ষে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই অমৃত উত্থানে শিবের বিষপানে সমাজ রক্ষার কথা আলোচনা করিবার জন্য কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হয়। ইহাই শক্তিবাদ ধর্ম্মের মূল বৃত্তান্ত। ভারত সেই বৃত্তান্তগুলি ভুলিয়া, জড়বাদ, কম্যুনিজ্‌ম, সোসিয়ালিজম, দ্বারা ভারতীয় সমাজকে যবনের পায়ে বলিদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের কয়েকটি মন্দির এখনও যবন দ্বারা অপবিত্র হইয়াছে। ইহাদের উদ্ধারের কথা বলিলে শাসক সম্প্রদায় M.P. বা M.L.A. রা কুৎসিত আইন ও

কুশাসনে হিন্দু জনতাকে নিষ্পেষিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। হিন্দুভারত জাগো ও এক হও, ভারত ভাগকারী যবন ও যবন তোষক গণকে ভারত হইতে বহিষ্কারের জন্য প্রস্তুত হও। হিন্দুদের সম্বন্ধে মিথ্যাকথা ও অপপ্রচার করা ভারতীয় M.P. ও M.L.A. দের নিত্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতভাগকারী অসুরবাদীয় যবন গণকে ভারতে পুষিয়া ভারতের সর্বনাশ করা ও হিন্দুগণকে যবনের গোলাম প্রস্তুত করা। বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকার স্থান সব দেশ হইতে শক্তিমান বলিয়া মানা হইয়া থাকে। ভারতের কর্ত্তব্য ছিল আমেরিকাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর শাসন বিধানকে শক্তিবাদ এবং ভারতীয় পঞ্চায়েতের অনুকূল করিবার চেষ্টা করা। কিন্তু ভারতের মূর্খ নেতারা উহা করে নাই। তাহারা ৬ কলার গান্ধীবাদ, ৫ কলার কম্যুনিজম্ ও ৪৷৷০ কলার C.P.I.M. বাদকে ১৬ কলার শাসন হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করে। শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামীজী ইহা সমর্থন করেন না বলিয়া তাঁহাকে ১৯৭৬ সনে জেলে দেওয়া হইয়াছিল। পৃথিবীর শাসন বিধানকে শক্তিবাদের ১৬ কলার শাসন বিধানে আনিবার চেষ্টা করিয়া স্বামীজী কোনই অন্যায় করেন নাই। বর্তমান শাসন নীতিতে ৪৷৷০ কলার শুদ্রবাদী C.P.I.M., ৫ কলার কম্যুনিজম্, ৬ কলার গান্ধীবাদ, ৭৷৷০ কলার মক্কাবাদীয় ধর্মবাদ যাহাতে (অপুষ্টবাদীয় চিন্তা) চোর চোট্টা গুণ্ডাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মান্যতা দেওয়া হইয়াছে, উহারই সংমিশ্রণে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ শক্তিবাদ প্রবর্তনকারী স্বামীজীকে জেলে দেওয়া হইয়াছিল। কলঙ্ক কলুষিত ভারতকে আমরা স্বামীজী লিখিত শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে বলি।

আমেরিকাকেও বলি যে তোমরা মক্কাবাদীয় অসুরবাদকে প্রশ্রয় দিওনা, ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত শক্তিবাদকে অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর কল্যাণে আত্মনিয়োগ কর। শক্তির অপপ্রয়োগ করাই অসুরবাদ, শক্তির যথাযথ অনুশীলনই শক্তিবাদ ইহা মনে রাখিও। ভবানীকে আমরা আরও বাল্যকালেই শক্তিবাদের কুমারীর নেতৃত্বে স্থান দিয়াছিলাম। বিস্তারিত World Conqueror Shaktibad Part II তে দেখুন।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের মক্কামন্দিরে আবদ্ধ থাকার কথা, জলে ফুলে শিবের মুক্তিলাভ করিবার কথা এবং কুমারী পূজার কথা অনেক আর্য্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ইহাকে রাজনীতি বল বা ধর্মকথা নাম দাও সেটা ভারতের মূর্খ বা পণ্ডিত সাধদেক হিন্দুদিগকে ছলনা করিয়া যবন রাষ্ট্র করিবার দুর্নীতি মাত্র। এসব হিন্দুবিরোধী শাসকগণকে শাসনাধিকার হইতে নামাইবার চিন্তা করা প্রত্যেকটি হিন্দুর ধর্মাঙ্গ এবং কর্ত্তব্য। মক্কার শিব মন্দির হইতে প্রতিবৎসর শিব রাত্রির সময় একটা দৈব ধ্বনি শোনা যায়। তাহাতে বলা হয় ''কে তোমরা আর্য্য বা হিন্দু আছ, আমাকে একটু জল দাও''। আমি অনেক হজযাত্রী মুসলমানগণের নিকট একথা শ্রবণ করিয়াছি। আমি ভাবিতাম, এ সব মক্কাবাদীরা কিরূপ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর যে তাহারা যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে তাঁহাকে একটু জলদান করিবার মত দয়াও পোষণ করে না। সেখানকার নিয়ম হইতেছে শিবকে যে কেহ জল দান করিবে তাহাকে তাহারা নিশ্চয়ই হত্যা করিবে, কিরূপ নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর প্রকৃতির লোকেরা আজও মক্কাবাদী বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত সেটা প্রত্যেক হিন্দুর ভাবা উচিত। শেষ পর্য্যন্ত মক্কার শিব জল পাইয়াছেন। সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল ২১।১১।৭৯ সনে। ইহার পর মক্কানাথ শিবের আত্মা মক্কার মন্দির হইতে চলিয়া যান। মক্কার শিবের এই মুক্তির স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য আমরা শক্তিবাদ মঠে উন্মুক্ত

বিল্ববৃক্ষের নিম্নে শিবের স্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আশ্রমের মঠের বৃহৎ বৃহৎ উৎসবে এই শিব স্থানের পরিক্রমা হয়।

তারিখ ২৭।১।৮২ সনে আমেরিকার বোষ্টন নগরে মীনাক্ষি মন্দির নির্মিত এবং স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে মন্দির কমিটির সভাপতি আমাকে মন্দির দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মীনাক্ষি দেবীর তত্ত্ব জানিবার জন্য আমাকে পত্রও লিখিয়াছিলেন। উত্তরে আচার্য শঙ্কর লিখিত মীনাক্ষি স্তোত্রম্ উদ্ধৃত করিয়া উহার হিন্দী ও ইংরাজী অনুবাদ সহ পত্রোত্তর দান করিয়াছিলাম। মীন অবতার শাস্ত্র প্রসিদ্ধ দশ অবতারের প্রথম অবতার। অসুররা বেদকে সাগর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। মীন (মৎস্য) সেই বেদরাশিকে নিজের উদরে ধারণ করেন। এই মীন মৎস্যই নারায়ণের প্রথম অবতার। মীন দেবী অনিমেষ নয়নে বেদবাদী মানব সমাজকে সর্ব্বদা দেখিতেছেন, এইজন্য এই দেবীর নাম মীনাক্ষি দেবী। অনেকের ধারণা শঙ্করাচার্য্য কেবল বেদান্তবাদী মহাত্মা ছিলেন, এই ধারণা ভ্রান্ত। শঙ্করাচার্য্য কেবল বেদান্তবাদী মহাত্মা ছিলেন না তিনি ছিলেন স্পষ্টতঃ শক্তিবাদী মহাপুরুষ। তিনি অসংখ্য দেব দেবীর পূজা ও উপাসনা করিয়াছেন এবং সমাজে উহাদের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু ত্যাগ তপস্যা ও মোক্ষ ধর্ম্মে সমাজ চলে না। সমাজের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং অসুরনাশলক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাপক বিধান থাকা প্রয়োজন। আমরা হিন্দুরা সে সব সমাজ রক্ষক শক্তিবাদ ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়াছি। এবং মোক্ষ ধর্ম্ম কথায় সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছি। ইহারই ফলে হিন্দুধর্ম্ম আজ সমস্ত পৃথিবীতে একটি নিস্তেজ ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে এবং ইহারই ফলে হিন্দুর দেশ ও ধর্ম্ম যবনবাদীদের দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া চলিয়াছে। দিল্লীর রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহানের সময় সোমনাথ মন্দিরটি ১৭বার লুণ্ঠিত হয়। সেই লুণ্ঠনবাদী বদমাইসগণকে পৃথিবীর সমাজ হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য কোন হিন্দু নেতা বা সাধুই ভারতব্যাপী হিন্দু সংঘ গঠন করেন নাই। ১৯৪৭ সনে ভারত ভাগ হইয়া পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা এসব লুটেরুবাদীগণকে বহিষ্কার করিবার কার্যে অগ্রসর হয় নাই বরং যবনদের বেশ্যা এবং যবনের দাসনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী নেতাগণকে অনুসরণ করিয়া সমস্ত হিন্দুগণকে মুসলমানদের গোলাম প্রস্তুত করিবার জন্য পুলিশ ও মিলিটারী বিভাগ স্থাপন করিয়াছে। যে কোন চিন্তাশীল লোক ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রবিধানে ও আইনে নির্য্যাতন করিবার নীতি ব্যাপক ভাবেই চলিয়াছে। এখনও ভারতে সংঘ-শক্তি-দুর্গা এবং যুদ্ধশক্তি মহাকালীর পূজা হয়। তীর্থে তীর্থে যবন ধ্বংস করিবার জন্য কুমারী পূজার ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবেই রহিয়াছে। কিন্তু সমাজকে নিস্তেজ করিবার জন্য আজও মূর্খ নেতার অভাব নাই। হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হইয়া ভারত ভাগকারীগণকে পাকিস্থানে পাঠাইবার জন্য অস্ত্রধারণ কর। মূর্খ নেতাগণকে নেতৃত্ব হইতে বহিষ্কার কর। নয়তো আর্য সভ্যতা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে।

প্রাচীন কাল হইতে বেদান্তবাদী বা সন্ন্যাসবাদী ও তান্ত্রিক অবধূতবাদী ধর্মের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবেই রহিয়াছে। এই দুই ধর্মের মূল গুরু হইতেছেন শিব, বেদান্তবাদীরা ত্যাগ ও তপস্যার ধর্মে আত্মনিয়োগ করিলেও কোনদিন ইহারা অসুর তোষণের নীতিতে অনুকূল ছিলেন না। অবধূতবাদী তান্ত্রিক গণের সমাজ ধর্মে, নারী,

কুমারী বা ভৈরবী গ্রহণের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ইহার কখনও নিস্তেজ ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেন না। কিন্তু আমি নিজে বহু অবধূতবাদী তান্ত্রিকের সংস্পর্শে ও তাহাদের পুস্তকে যবন তোষণের নীতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ইন্দিরার সঙ্গে সংযুক্ত বহু অবধূতবাদী তান্ত্রিকের আচরণে যবন তোষণের নীতি দেখিয়া বুঝিয়াছি যে ইহারা শ্রদ্ধার অযোগ্য পতিত সাধু। আনন্দময়ী কোন মুসলমানের কবরে যাইয়া নামাজ পড়িতেন।

৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ পরিবর্ত্তন সংখ্যায় প্রকাশিত ''আনন্দময়ী মানবী না দেবী?''

ঢাকার রমনার আশ্রমে আনন্দময়ী মার ছ-জন শিষ্য থাকিতেন। তাহাদের মুসলমানরা নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল। আনন্দময়ীমাকে এই ব্যাপার লইয়া জীবনে কোনদিন প্রতিবাদ করিতে শুনা যায় না। কিন্তু তিনি মুসলমানদের কবরে গিয়া নামাজ পড়িতেন। কবরের প্রেতদের সাথে কথা বলিতেন।

ভারতের নেতাগণ M.P, M.L.A-রা প্রায় সকলেই আনন্দময়ীমার শিষ্য, তাহারাও কি কবরে গিয়া ৭২ বিবির আশায় ৫০,০০০ বৎসর বসিয়া থাকিতে রাজী আছেন?

রামকৃষ্ণকে বেদান্তবাদী বলা যায় না। তিনি নিজেও এই কথা স্বীকার করিতেন। তিনি যে অবধূতবাদী এটা বোঝা যায় কারণ তিনি নিজের স্ত্রীকে ভৈরবী 'মা' রূপে পূজা করিতেন। এঁরও দেখি যবনপ্রীতি অত্যন্ত গভীর। গোমাংস খাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহাও ইনার জীবন চরিতে পাওয়া যায়। যবনের পায়ে তৈল মাখানোর নীতিতে ইনিও মসজিদে যাইয়া নামাজ পড়িতেন বলিয়া শোনা যায়। তবে ইনি ছুন্নৎ কোথায় করিয়াছিলেন উহা এখনও জানা যায় নাই। মৃত্যুর পর ইনিও ৭২ বিবির আশায় কোন না কোন কবরে গিয়া অবস্থান করিতেছেন নিশ্চয়ই। প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে কি বেদান্তবাদী বা কি অবধূতবাদী কাহাকেও অসুর ও যবনদের পায়ে তৈল মর্দ্দন করিতে দেখা যায় নাই। অথচ বর্ত্তমান যুগে যবনদের পায়ে তৈল মর্দ্দন করাই নেতা ও মহাপুরুষদের একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইয়াছে। ইহা যে ভারতের সর্বনাশের কারণ এই দূরদৃষ্টি কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না।

যুবকরা যদি ভারতের কল্যাণ চাওতো শক্তিবাদ আলোচনা কর এবং মহাবীর হনুমানকে নেতারূপে বরণ কর। যাঁহারা বেদান্তবাদ ও অবধূতবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানিতে চাহেন তাঁহারা ১৪১ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী লিখিত 'জ্ঞানপ্রদীপ' (২য় ভাগ) পাঠ করুন। তিনি বহু শাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রমাণ সহ সন্ন্যাসবাদ ও অবধূতবাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

মক্কাবাদের আদি গুরু শিব। মহম্মদ শিবের জ্ঞান অংশের (অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ পূজা) পূজা বন্ধ করেন এবং শিবের ষষ্ঠ মুখের পূজা (তামস শিবের) প্রবর্ত্তন করিয়া মানব চরিত্রকে কলুষিত করিবার ধর্ম্মস্থাপনা করেন। মক্কার শৈববাদ বা কৈবল্যবাদ বা মিশরের পিরামিড বাদ (পরামৃতবাদ) সবই প্রাচীন শৈববাদেরই অনুশীলন।

মহম্মদ প্রবর্তিত নবীন ইসলাম ধর্ম্ম শৈববাদেরই তামস অংশ। এই অনুশীলন পঞ্চায়েত ভঙ্গ হইবার দরুন ইহা তামসধর্মে পরিণত হইয়াছে। এই গুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে ইসলামবাদ চলিয়াছে উহা মানব চরিত্রকে দিন দিন কলুষিত করিতেছে।

ধীরেন ব্রহ্মচারীও নাকি একজন তান্ত্রিক সাধু কিন্তু তিনি সব চেয়ে বেশী হীন প্রকৃতির যবন তোষক নীতির অনুসরণ করেন। ভারতবর্ষে কোন কালেই অবধূতবাদী বা বেদান্তবাদী সাধুগণকে অসুর বা যবন তোষণের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় নাই। রজনীশ তো বিখ্যাত নারী প্রিয় সাধু। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি সবচেয়ে বেশী যবন তোষক। যাহারা দেশ ভাগ করিল তাহাদের যে বহিষ্কার করা কর্ত্তব্য, সে কথা বেদান্তবাদী বা কোন সাধুর মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে কি ভারতবর্ষে অসুরনাশন ধর্ম্মের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে? বেদ, বেদান্ত, চণ্ডী, গীতা কি সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে? আমরা এখনও বলি হিন্দুরা শক্তিবাদে এক হও, পাকিস্থানবাদী যবনগণকে পাকিস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। নয়তো আর্যধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, মানবের সভ্যতা পশুস্তরে চলিয়া যাইবে। অষ্টম হইতে ষোড়শ কলা বিকাশ পর্য্যন্ত তপস্বী মাত্রই শিব। অষ্টমকলা স্তরের শিবেরা অনেক ভুল করিতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ কলার (ষোড়শকলা) শিব কখনও ভুল করেন না, বরং রক্ষা করেন। ইহা মনে রাখিবেন। নিম্নস্তরের অবধূতবাদীরাও অনেক ভুল করেন এবং অসুর ও যবনদের পায়ে তেল মাখান। কিন্তু উচ্চস্তরের অবধূতবাদীরা কখনও ভুল করেন না বা অসুরবাদীদের তোষণ করেন না।

পাঞ্জাবে যে বৃহৎ পাঞ্জাব আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে উহা শুভ লক্ষণ। শক্তিবাদ ধর্ম্মকে সমাজে এবং পৃথিবীতে জাগ্রত করিবার জন্য শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী শক্তিবাদ মঠ রেজিসট্রেশন করিয়াছিলেন। মঠের মধ্যে দুর্বল ও অসুরবাদের স্থান নাই। ভারতকে ভাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্র করিবার ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। অহিংসাবাদী ৬ কলাবাদী কংগ্রেস, ৪৷০ কলার C.P.M, ৫ কলার কমুনিষ্টরা বিজাতীবাদী ও অসুরবাদী এবং ভারতভাগকারী মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে। আসল কথা ৭৷৷০ কলা স্তরের অসুরবাদকে দমন করিবার শক্তি ৪৷০ কলা, ৫ কলা ও ৬ কলার নাই। এইজন্যই এইসব আত্মপ্রবঞ্চক ধনলোভীরা মুসলমান তোষণে আত্মদান করিয়া ভারতের সর্বনাশে মন দিয়াছে। দুর্ব্বলবাদী সাধুরাও ধনলোভে ও সম্পদলোভে এই সব মুসলমান ষড়যন্ত্রে হাত মিলাইয়াছে। MP রা বা MLA রা, সর্বধর্মবাদীরা, ভারতসেবাশ্রমী খিচুরীবাদীরা, ঘুসখোর RSS রা, নেহেরু বংশ, আনন্দময়ীমার দল, রামকৃষ্ণবাদী সকলেই এখন মুসলমান ষড়যন্ত্রের দাসত্ব বরণ করিয়াছে। মিথ্যা কথা, ছলনা করা ও ভণ্ডামীতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। ষড়যন্ত্রের ধাপ্পায় না ভুলিয়া সকলে শক্তিবাদ ধর্মে এসো। লোকবল, বহুবল (আত্মবল), ধনবল ও বুদ্ধি ও মনের দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস অবলম্বন কর।

আকালীরা বৃহৎ পাঞ্জাব পরিকল্পনা করিয়াছে, চণ্ডীগড়কে ভারতভাগকারী ষড়যন্ত্রকারীদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার কেন্দ্র করিয়া সংকল্প করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বীরবঙ্গ ও ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ধ্বনি উঠিতেছে। আসাম বিজাতীবাদী মুসলমানগণকে বহিষ্কারের নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিটারীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছে। ষড়যন্ত্রকারীদের মুসলিম রাষ্ট্র করিবার দুর্নীতির মুখোস ভাল ভাবেই খুলিয়া যাইবে। আসামে যাহা আরম্ভ হইয়াছে আকালীরা তাহার শক্তরূপ দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বীর বঙ্গের যে গুঞ্জন আরম্ভ হইয়াছে উহার প্রসার শীঘ্রই সমস্ত ভারতের মূলমন্ত্র হইবে।

আমরা ‘‘নেপালকে’’ ভারতের মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক হইতে অনুরোধ করি। ৭ শত বৎসর ভারত যে ভাবে মুসলিম অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে উহারই নবীন অধ্যায় ভারতের M.P. ও M.L.A. দের নেতৃত্বে আবার আরম্ভ হইয়াছে। এই অত্যাচার দিন দিন তীব্র হইবে।